শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন-১৯২৩

Workmen's Compensation Act-1923

ভূমিকা

শিল্প কারখানায় কর্তব্যরত অবস্থায় আহত হয়ে কর্মক্ষমতা সাময়িক বা স্থায়ীভাবে হারিয়ে ফেললে অথবা নিহত হলে বা কোন পেশাগত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করলে, আহত বা নিহত শ্রমিকের উপর নির্ভরশীল স্ত্রী, পুত্র-সন্তান বা আইনগত অন্যান্য নির্ভরশীল ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দেবার লক্ষ্যে এ ক্ষতিপূরণ আইন রচিত হয়েছে।

বৃটিশ শাসন আমলে তৎকালীন অবিভক্ত ভারতবর্ষে ১৯২৩ সালে ক্ষতি পূরণ আইন পাশ হয়। এ ক্ষতিপূরণ আইন সংশোধিত আকারে আমাদের দেশে কার্যকর আছে। ১৯২৩ সালের শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনটি যথাক্রমে ১৯২৬, ১৯২৯, ১৯৩৩, ১৯৩৭, ১৯৩৯, ১৯৫৭, ১৯৬০, ১৯৭২, ১৯৭৪, ১৯৮০ সালে কিছু কিছু সংশোধন করা হলেও মূলত ১৯২৩ সালের শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন সংশোধিত আকারে বলবৎ আছে। তাই, এ আইনটি ১৯২৩ সালের শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন নামে পরিচিত।

এ আইন অনুসারে কোন শ্রমিক কোন শিল্প কারখানায় কর্তব্যরত অবস্থায় কোন দুর্ঘটনায় নিপতিত হয়ে যদি সাময়িক বা স্থায়ীভাবে আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে বা মারা যায়, তাহলে মালিক পক্ষ উক্ত শ্রমিককে বা তার আইনগত নির্ভরশীলদেরকে এ আইন অনুসারে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। তবে শর্ত থাকে যে যদি দুর্ঘটনাটি শ্রমিকের ইচ্ছাকৃত বা অবহেলার দরুণ সংঘটিত হয় এবং তা প্রমাণিত হয়, সেক্ষেত্রে মালিক উক্ত দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে না।

শিরোনাম, আওতা, আরম্ভ ও সংজ্ঞাসমূহ
(Title, Scope, and Definations)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- এ আইনের শিরোনাম, আওতা ও আরম্ভ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- এ আইনের বিভিন্ন সংজ্ঞাসমূহ জানতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, আওতা এবং আরাম্ভ -

(১) এ আইন ১৯২৩ সালের শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন নামে অবহিত হবে।

(২) বাংলাদেশের সমগ্র এলাকা ইহার আওতাভুক্ত।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সংজ্ঞা সমূহ ঃ

(১) **'সাবালক বা নাবালক'** ঃ সাবালক বা প্রাপ্তবয়স্ক বলতে এমন ব্যক্তি যার বয়স ১৫ বৎসরের উপরে এবং নাবালক বলতে যার বয়স ১৫ বৎসরের কম; ২(১)(ক) ধারা

(২) 'কমিশনার' অর্থ শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের ২০ ধারা অনুসারে নিযুক্ত কমিশনরকে বুঝাবে; ২(১১)(খ) ধারা

(৩) 'ক্ষতিপূরণ' অর্থ এ আইন আনুসারে বিহিত ক্ষতিপূরণ; ২(১) গ ধারা

(৪) 'নির্ভরশীল' ১৯২৩ সালের শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের ২(১) ঘ ধারাতে বর্ণিত নিম্নরূপ যে কোন আত্মীয়কে বুঝাবে-

(ক) বিধবা স্ত্রী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র, এবং অবিবাহিতা কন্যা অথবা বিধবা মাতা; এবং

(খ) সংশ্লিষ্ট শ্রমিকটির মৃত্যুকালে তার উপার্জনের উপর সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে থাকলে নিম্নে বার্ণিত আত্মীয় স্বজনকেও নির্ভরশীল বলে ধরা হবে: বিধবা মাতা ছাড়াও পিতা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবৈধ পুত্র, অবৈধ অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যা, অপ্রাপ্তা বয়স্কা বা বিধবা কন্যা, নাবালক ভ্রাতা, অবিবাহিতা বা বিধবা ভগ্নি, বিধবা পুত্রবধূ, মৃত পুত্রের নাবলক সন্তান, মাতাপিতা কেউ জীবিত না থাকলে মৃত কন্যার নাবালক সন্তান, অথবা পিতা-মাতা কেউ জীবিত না থাকলে পিতামহ বা মতামহ।

(৫) নিয়োগকর্তা (Employer): ১৯২৩ সালের শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের অনুসারে ২(১)(ঙ) ধারা অনুযায়ী নিম্ন বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ নিয়োগকর্তা বলে গণ্য হবেন:

ক) সমিতিভুক্ত অথবা অসমিতিভুক্ত কারখানার মালিকানায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ,

খ) মৃত মালিকের আইনসম্মত প্রতিনিধি,

গ) যে কোন নিয়োগকারীর নির্বাহী প্রতিনিধি;

ঘ) যে ব্যক্তির সাথে শ্রমিক চাকুরি বা শিক্ষানবিশীর চুক্তিবদ্ধ হয়েছে সে ব্যক্তি উক্ত শ্রমিককে অপর ব্যক্তির নিকট ধার বা ভাড়া দিলে, যে ব্যক্তির নিকট শ্রমিক কাজ করতে গিয়েছে সে ব্যক্তি।

(১) **ম্যানেজিং এজেন্ট বা নির্বাহী প্রতিনিধি ঃ** যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য উক্ত ব্যক্তি (মালিক) কর্তৃক নিযুক্ত বা তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। তবে, তিনি মালিকের অধীনস্থ কোন ব্যবস্থাপক নন। ২(১) চ ধারা

(২) **আংশিক শারীরিক অক্ষমতা (Partial Physical Disablement) ঃ** আংশিক শারীরিক অক্ষমতা বলতে কোন শ্রমিক দুর্ঘটনার ফলে তাঁর কার্যক্ষমতা পূর্বের তুলনায় হ্রাস পাওয়াকে বুঝায়। আংশিক অক্ষমতা আবার হতে পারে সাময়িক বা স্থায়ী। সাময়িক আংশিক অক্ষমতা বলতে কোন শ্রমিক যদি সাময়িকভাবে তার কাজের আংশিক অক্ষমতা হারায় যা পরবর্তীতে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে পায়। পক্ষান্তরে, যদি দুর্ঘটনার ফলে কোন শ্রমিক স্থায়ীভাবে তার কার্যক্ষমতা আংশিকভাবে হারায় তাকে বুঝায়। যেমন কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় কোন শ্রমিকের একটি হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে।

এ আইনের ১ নং তফসিল মতে নিম্নবর্ণিত প্রতিটি আঘাত স্থায়ী ধরনের আংশিক শারীরিক অক্ষমতা বলে বিবেচিত হবে:

(১) ডান বাহুর উপর বা কনুই পর্যন্ত বিনষ্ট হলে ৭০% উর্পাজন ক্ষমতা হ্রাস পায়।
(২) বাম বাহুর উপর বা কনুই পর্যন্ত বিনষ্ট হলে ৬০% উর্পাজন ক্ষমতা হ্রাস পায়।
(৩) ডান বাহুর কনুইর নিচ থেকে বিনষ্ট হলে ৬০% উর্পাজন ক্ষমতা হ্রাস পায়।
(৪) পায়ের হাটু বা তার উপর থেকে বিনষ্ট হলে ৬০% উর্পাজন ক্ষমতা হ্রাস পায়।
(৫) বাম বাহুর কনুইর নিচ থেকে বিনষ্ট হলে ৬০% উর্পাজন ক্ষমতা হ্রাস পায়।
(৬) হাটুর নিচ থেকে পা বিনষ্ট হলে ৫০% উর্পাজন ক্ষমতা হ্রাস পায়।
(৭) শ্রবণ শক্তি স্থায়ী বা সাময়িকভাবে বিনষ্ট হলে ৫০% উর্পাজন ক্ষমতা হ্রাস পায়।
(৮) এক চোখ নষ্ট হলে ৩০% উর্পাজন ক্ষমতা হ্রাস পায়।
(৯) বৃদ্ধাআঙ্গুল নষ্ট হলে ৩০% উর্পাজন ক্ষমতা হ্রাস পায়।
(১০) এক পায়ের সকল আঙ্গুল বিনষ্ট হলে ২০% উর্পাজন ক্ষমতা হ্রাস পায়।
(১১) বৃদ্ধা আঙ্গুলের একটি হাড় নষ্ট হলে ১০% উর্পাজন ক্ষমতা হ্রাস পায়।
(১২) তর্জনী আঙ্গুল বিনষ্ট হলে ১০% উর্পাজন ক্ষমতা হ্রাস পায়।
(১৩) পায়ের বৃদ্ধাঅঙ্গুলী বিনষ্ট হলে ১০% উর্পাজন ক্ষমতা হ্রাস পায়।
(১৪) তর্জনী আঙ্গুল ব্যতিত যে কোন আঙ্গুল বিনষ্ট হলে ৫% উর্পাজন ক্ষমতা হ্রাস পায়। ২(১)(ছ) ধারা

তিন (৩) তফসিল মতে যোগ্যতা সম্পন্ন চিকিৎসক ঃ ১৯৭৩ সালের ম্যাডিক্যাল কাউন্সিল আইন অনুসারে অথবা এই আইনের উদ্দেশ্যে সরকার কতৃক যোগ্যতা সম্পন্ন চিকিৎসক হিসেবে সরকারি গেজেটের মাধ্যমে প্রকাশিত যে কোন ব্যক্তি যোগ্যতা সম্পন্ন চিকিৎসক বলে গণ্য হবেন। ২(১)(ঝ) ধারা

নয় (৯) নং তফসিল মতে, সম্পূর্ণ দৈহিক অক্ষমতা বলতে এমন ধরনের স্থায়ী বা অস্থায়ী অক্ষমতা বুঝায়, যার ফলে দুর্ঘটনায় নিপতিত হবার পূর্ব পর্যন্ত যে কাজ করত তা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলা।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে দৈহিক সম্পূর্ণ অক্ষমতা বলে গণ্য করা হবে ঃ

১. দুচোখের দৃষ্টি শক্তি সম্পূর্ণ স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে নষ্ট হলে;

২. ১ নং তফসিলে যে কোন একাধিক আঘাত, যার ফলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক বা শ্রমিকদের উপার্জন ক্ষমতা শতকরা একশ শতাংশ লোপ পেলে;

(১০) মজুরি ঃ মজুরি বলতে বুঝায় যে সকল সুযোগ সুবিধা যা টাকার অংশে হিসাব করা যায়; তবে যাতায়াত ভাতা, বা যাতায়াতের সমান মূল্য বা পেনসন ও প্রভিডেন্ট ফান্ডে মালিক কতৃক প্রদত্ত অর্থ বা কাজ করার জন্য ব্যয়ের নিমিত্তে প্রদত্ত খরচের অর্থ মজুরির অংশ নয়। ২ (১) ধারা

(১১) **শ্রমিক ঃ** ১৯২৩ সালের শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের ২(১) ধারা অনুসারে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিবর্গ শ্রমিক বলে গণ্য হবে:

১. ১৮৯০ সালের রেলওয়ে আইনের ৩ ধারা মতে রেলওয়ের যে কোন কর্মচারী যিনি রেলওয়ের জেলা প্রশাসন বা মহকুমা অফিসে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত অথবা শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের ২ নং তফসিলে বর্ণিত যে কোন পদে নিযুক্ত ব্যক্তি যার বেতন সর্বোচ্চ ১৫০০ টাকা।

২ নং তফসিল ঃ ১৯২৩ সালের শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের ২(১) ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ শ্রমিক বলে বিবেচিত হবেন:

১. কোন কেরাণী বা রেলওয়েতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বাদে বাষ্প যন্ত্র বা বিদ্যৎ শক্তি দ্বারা চালিত লিফ্ট বা যানবাহনের রক্ষাণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত যে কোন ব্যক্তি শ্রমিক বলে গণ্য হবে।

২. যে কোন ব্যক্তি করণিকের পদ বাদে অন্য কোনভাবে কোন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত হন যেখানে পরর্বতী ১২ মাসের মধ্যে যে কোন দিন ১৯৬৫ সালের কারখানা আইনের ২(ছ) ধারার সংজ্ঞা অনুযায়ী অন্তত: ১০ জন লোক কাজে নিযুক্ত ছিল যা কোন উৎপাদন প্রক্রিয়ায়, যা বাষ্প যন্ত্র বা বিদ্যুতিক শক্তি চালিত হয়, উক্ত স্থানে নিয়োজিত ব্যক্তি শ্রমিক বলে গণ্য হবে।

৩. ১৯৩৪ সালের কারখানা আইনের ৫ ধারার বিধান মতে ৫০ বা তার বেশী ব্যক্তি যে কারখানায় পূর্ববতী ১২ মাসের মধ্যে যে কোন দিন পণ্য বা পণ্যের অংশ বিশেষ প্রস্তুত করা, পরির্বতন করা, মেরামত করা, অলংকার করা, ব্যবহার উপযোগী করা, পরিবহন করা বা বিক্রয় করার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি বর্গ শ্রমিক বলে বিবেচিত হবে।

৪. যে কোন প্রতিষ্ঠানে পূর্ববর্তী ১২ মাসের মধ্যে যে কোন দিন অন্তত: ১০ জন লোক নিয়োজিত ছিল, এরূপ প্রতিষ্ঠানে বিস্ফোরক দ্রব্য উৎপাদন বা তা নড়াচড়ার কাজে নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি।

৫. ১৯২৩ সালের খনি আইনের ৩(চ) ধারা অনুযায়ী কেরাণীর কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতিত যে ব্যক্তি খনন বা উত্তোলন কাজে নিয়োজিত তাকে শ্রমিক বলে গণ্য করা হবে।

৬. আংশিক বা পুরাপুরি বাষ্প বা অন্য কোন যান্ত্রিক শক্তি বা বৈদ্যুতিক শক্তি কর্তৃক পরিচালিত যে কোন জাহাজের 'মাস্টার' বা 'নাবিক' হিসেবে নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি শ্রমিক বলে গণ্য হবে।

৭. যে কোন জাহাজের মাস্টার বা ক্রু ব্যতীত জাহাজের মাল বোঝাই, মাল খালাস, জ্বালানী ভর্তি করা, মেরামত, বিধ্বস্ত, পরিষ্কার বা রং করার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি বা ১৯০৮ সালের বন্দর আইনের বিধান অনুযায়ী যে কোন বন্দরের সীমানায় মালবাহী জাহাজ হতে পণ্য উঠানো, নামানো বা মালপত্র নাড়াচড়া ও পরিবহনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিকে শ্রমিক বলে ধরা হবে।

৮. নিম্নেবর্ণিত নির্মাণ, মেরামত, বা ধ্বংশ কার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ শ্রমিক বলে বিবেচিত হবে;
ক. যে কোন ইমারত বা কাঠামো;
খ. ২০ ফুট বা তার থেকে বেশী উচ্চতা বিশিষ্ট বাধ;
গ. যে কোন রাস্তা, সেতু বা সুড়ঙ্গ পথ;
ঘ. জাহাজ নঙ্গর করার কাজসহ কোন জেটি, মালামাল উঠানামার বন্দর ও সমুদ্র প্রাচীর।

৯. কোন টেলিফোন বা টেলিফোনের লাইন অথবা ওভারহেড বৈদ্যুতিক লাইন বা ক্যাবল বা খুঁটি অথবা ধারক খাম্বা স্থাপন, মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ শ্রমিক বলে গণ্য হবে।

১০. ডাক, তার ও টেলিফোন বিভাগের বাইরের কাজে নিয়োজিত ট্রেজারীর কেরাণী । (১৯৮০ সালের ২৬নং আইন দ্বারা সংযোজিত।)

১১. কেরানির কাজ ছাড়া কোন রুজ্জু পথ, খাল, পাইপ, পয়:প্রণালী নির্মাণ, মেরামত, ভাঙ্গাচুরা বা রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি।

১২. দমকল বাহিনীর কাজে নিযুক্ত যে কোন ব্যক্তি।

১৩. ১৮৯০ সালের রেলওয়ে আইনের ১৪৮(১) ধারা ও ৩(৬) ধারায় বর্ণিত বিধান মতে রেলওয়ের কাজ সরাসরি বা কোন ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি।

১৪. রেলওয়ে মেইল সার্ভিসের পরিদর্শক, ডাকথলির পাহাড়াদার, চিঠি বাছাইকারী অথবা ডাক পিয়ন হিসেবে নিয়োজিত অথবা ডাক ও তার বিভাগের অধীনে বাইরের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি।

১৫. কেরাণীর পদ ব্যতিত খনিজ তেল বা প্রাকৃতিক গ্যাস উঠানোর সাথে জড়িত যে কেন ব্যক্তি।

১৬. পূর্ববর্তী ১২ মাসের মধ্যে যে কোন একদিন ২৫ জন বা তার বেশী ব্যক্তি কাজে নিয়োজিত ছিল বা বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়েছে বা যার উপর থেকে নিচ পর্যন্ত গভীরতা ৬ মিটারের (২০ ফুট) অধিক এ ধরনের খনন কার্যে নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি।

১৭. বিস্ফোরণের কাজে নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তিকে শ্রমিক বলা যাবে।

১৮. ১০ জনের অধিক যাত্রী বহনকারী ক্ষমতাসম্পন্ন নৌকা বা ফেরী চলানোর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি শ্রমিক বলে গণ্য হবে।

১৯. কেরাণীর কাজ ব্যতিত বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, পরিচালনা বা সরবারহের কাজে অথবা গ্যাস উৎপাদন বা সরবারহের কাজে নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি।

২০. ১৯২৭ সালের বাতি ঘর আইনের ২(ঘ) ধারায় বর্ণিত কোন বাতিঘরের কাজে নিযুক্ত যে কোন ব্যক্তি।

২১. জনসাধারণের সামনে প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্র নির্মাণ বা চিত্র প্রদর্শনের কাজে নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি।

২২. হাতী বা যে কোন বন্য জন্তুর প্রশিক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, বা পরিচালনার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি।

২৩. তালের গাছ বা খেজুর গাছের রস অহরণ বা যে কোন গাছ কেটেফেলা বা গুড়ি বানান বা অভ্যন্তরীণ পানি পথে গুঁড়িগুলো পরিবহন বা দাবানল নিয়ন্ত্রণ বা নিভানোর কাজে নিযুক্ত যে কোন ব্যক্তি।

২৪. হাতী বা যে কোন বন্য জন্তু ধরা বা শিকার করার কাজে নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি।

২৫. ড্রাইভার হিসেবে নিযুক্ত যে কোন ব্যক্তি।

২৬. ডুবুরী হিসেবে নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি।

২৭. ক) যে কোন গুদামে যেখানে পণ্যসামগ্রী গুদামজাত করা হয়েছে এবং যেখানে পূর্ববর্তী ১২ মাসের মধ্যে যে কোন একদিন কমপক্ষে ১০ ব্যক্তি কাজে নিয়োজিত ছিল সেসকল স্থানে বা তার সংলগ্ন স্থানে পণ্য উঠা-নামা বা পরিবহনের কাজে নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি।

খ) যে কোন বাজারে, যেখানে পূর্ববর্তী ১২ মাসের মধ্যে যে কোন এক দিন কমপক্ষে ১০০ জন লোক নিয়োজিত ছিল সেরূপ স্থান বা তার সংলগ্ন স্থানে পণ্য উঠা-নামা বা পরিবহনের কাজে নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি।

২৮. রেডিয়াম বা এক্সরে-এর যন্ত্রপাতি নড়াচড়া বা চালানোর কাজে অথবা রেডিও এ্যাকটিভ সাবস্টান্স উৎপাদনের সাথে সংযোগ লাইনের কাজে নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি।

২৯. ১৯৬১ সালের সড়ক পরিবহন অধ্যাদেশের ২ ধারার ৭ উপধারার সংজ্ঞা অনুসারে সড়ক পরিবহন কাজে নিয়োজিত ড্রাইভার, ক্লিনার, হেল্পার, কণ্ট্রাক্টর বা চেকার।

৩০. প্রহরীর কাজে নিযুক্ত যে কোন ব্যক্তিও শ্রমিক বলে গণ্য হবে।

ব্যাখা: তালিকা ২ এ উল্লিখিত "পূর্ববর্তী ১২ মাস" বলতে দুর্ঘটনার দিন হতে পূর্ববর্তী ১২ মাসের কথা বুঝান হয়েছে।

পাঠ সংক্ষেপ

'সাবালক বা নাবালক' ঃ সাবালক বা প্রাপ্তবয়স্ক বলতে এমন ব্যক্তি যার বয়স ১৫ বৎসরের উপরে এবং নাবালক বলতে যার বয়স ১৫ বৎসরের কম; ২(১)(ক) ধারা

'কমিশনার' অর্থ শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের ২০ ধারা অনুসারে নিযুক্ত কমিশনরকে বুঝাবে; ২(১১)(খ) ধারা

'ক্ষতিপূরণ' অর্থ এ আইন আনুসারে বিহিত ক্ষতিপূরণ; ২(১) গ ধারা

'নির্ভরশীল' ১৯২৩ সালের শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের ২(১) ঘ ধারাতে বর্ণিত নিম্নরূপ যে কোন আত্মীয়কে বুঝাবে-

ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত বিধিমালা
(Rules Relating to Compensation)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বিষয়ে মালিকের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মালিক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নয়;
- মাসিক বেতন হিসেবে দেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- মজুরি নির্ণয় সম্পর্কে জানতে পারবেন; এবং
- ক্ষতিপূরণ বণ্টন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ক্ষতিপূরণের জন্য মালিকের দায় দায়িত্ব (Employers Liability for Compensation) ঃ ১৯২৩ সালের শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের ৩ ধারাতে ক্ষতিপূরণের জন্য মালিক বা নিয়োগকর্তার দায়দায়িত্ব নিম্নরূপ:

১। কোন শ্রমিক চাকুরিতে নিযুক্ত থাকাকালে কোন দুর্ঘটনায় আঘাত বা জখম- প্রাপ্ত হলে, সে নিয়োগ কর্তার নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকারী। (৩) ১ ধারা

তবে, নিম্নলিখিত অবস্থায় শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য মালিকের কোন দায় জন্মাবেনা:

১) ক) কোন দুর্ঘটনায় জখমের ফলে শ্রমিক ৪ দিনের বেশী সময়ের জন্য আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে কর্মক্ষমতা না হারায়;

খ) জখমের কারণে শ্রমিকের মৃত্যু না ঘটলে এবং নিম্নবর্ণিত কারণগুলো জখমের প্রত্যক্ষ কারণ না হলে;

অ) দুর্ঘটনাটি ঘটার সময় মদ্য পান দ্বারা নেশাগ্রস্থ ছিল;

আ) নিরাপত্তার জন্য প্রকাশ্যে প্রদত্ত কোন আদেশ বা কার্যবিধি ইচ্ছাকৃত ভাবে অমান্য করে দুর্ঘটনা স্থানে হাজির হলে;

২) শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য যে সকল নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা বা বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তা জানবার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে সেটি অপসারণ বা অমান্য করলে।

২। এ আইনের ৩য় তফসিলের 'ক' অংশে বর্ণিত কোন কাজে শ্রমিক নিযুক্ত থাকা অবস্থায় শ্রমিক যদি পেশাগত রোগে আক্রান্ত হয় অথবা কোন শ্রমিক তার নিয়োগ-কর্তার অধীনে ৩য় তফসিলের 'খ' অংশে উল্লেখিত কোন কাজে ধারাবহিকভাবে অন্তত ৬ মাস কাজ করা অবস্থায় সে যদি পেশা সংক্রান্ত ব্যধিতে আক্রান্ত হয়, তা হলে রোগে আক্রান্ত হওয়াকে এ ধারা অনুসারে জখম প্রাপ্তি বলে গণ্য করা হবে। দুর্ঘটনাটি উক্ত শ্রমিকের কাজে নিয়োগের পরিণাম হিসেবে বিবেচিত হবে; যদি না মালিক তার বিপরীতে প্রমাণ করতে না পারে।

এখানে অরও উল্লেখ্য যে, এ ধারার উদ্দেশ্যে চাকুরির সময় কাল ধারাবাহিকভাবে হতে হবে। এধরনের কাজ যদি অন্য কোন নিয়োগকর্তার অধীনে করে থাকে তবে তা উক্ত কার্যকাল হিসেবে গণ্য করা হবে না।

৩। সরকার মনে করলে ৩ মাসের বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে গেজেট প্রকাশ করার মাধ্যমে ৩য় তফসিলে বর্ণিত তালিকায় যে কোন চাকুরি সংযোজন করতে পারেন এবং কোন্ কেন্ চাকুরির জন্য কোন্ কোন্ ব্যধি পেশা জনিত রোগ বলে গণ্য করতে হবে তা নির্ধরাণ করে দিতে পারেন। ঘোষিত ব্যধিসমূহ অত্র ধারার ২ উপধারার আওতাভুক্ত হবে-৩(৩) ধারা।

৪। উপধারা ২ ও ৩ এর বিধান ব্যতিত চাকুরিতে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় অন্য কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে তার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ পাবেন না। ৩(৪) ধারা

৫। আঘাতপ্রাপ্ত শ্রমিক নিয়োগকর্তা বা অন্য কারও বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদলতে মামলা দায়ের করলে কোন ক্ষতিপূরণ পাবে না।

আঘাতপ্রাপ্ত শ্রমিক জখমজনিত কারণে ক্ষতির জন্য আবেদন করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না যদি -

ক) উক্ত বিষয়ে কমিশনারের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি কারে থাকে; এবং

খ) উক্ত বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হয়ে থাকলে সে ক্ষেত্রে।

ক্ষতিপূরণের পরিমাণ (Amount of Compensation) ঃ

১। ১৯২৩ সালের শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের ৪ ধারার বিধান মাতে দুর্ঘটনায় কোন শ্রমিক আহত বা নিহত হলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক মালিকের নিকট থেকে ক্ষতি-পূরণ পাবার অধিকারী।

অত্র আইনের বিধান অনুসারে ক্ষতিপূরণের পরিমান নিম্নেরূপ হবে:

ক) দুর্ঘটনায় কোন শ্রমিক জখম হয়ে মৃত্যুবরণ করলে অত্র আইনের ৪র্থ তফসিলে প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকের মাসিক বেতন হিসেবে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের তালিকা দেয়া হয়েছে যা নিম্নরূপ:

মাসিক বেতন	তাদের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ
০-১ টাকা	টাকা ৮০০০
১০১-২০০ টাকা	টাকা ১২০০০
২০১-৩০০ টাকা	টাকা ১৪০০০
৩০১-৪০০ টাকা	টাকা ১৬০০০
৪০১-৫০০ টাকা	টাকা ১৮০০০
৫০১-তদুর্ধ টাকা	টাকা ২১০০০

অপ্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ২০০০ টাকা (১৯৭৫ সালের ১১ নং আইন দ্বারা সংশোধিত।)

২। দুর্ঘটনায় কোন শ্রমিক আহত হলে পূর্ণ অক্ষমতার জন্য প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক ৪র্থ তফসিল অনুযায়ী মাসিক বেতন হিসেবে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নিম্নরূপ:

মাসিক বেতন	তাদের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ
০-১০০ টাকা	১০,০০০ টাকা
১০১-২০০ ”	১৬,০০০ ”
২০১-৩০০ ”	১৯,০০০ ”
৩০১-৪০০ ”	২১,০০০ ”
৪০১-৫০০ ”	২৬,০০০ ”
৫০১- তদুর্ধ্ব ”	৩০,০০০ ”

অপ্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদের ক্ষেত্র ২০০০ টাকা

৩। অস্থায়ী দৈহিক অক্ষমতার জন্য ৪র্থ তফসিলে বার্ণিত বিধান মতে ক্ষতিপূরণ বাবদ নির্দিষ্ট ভাতা পাবেন। অস্থায়ী অক্ষমতার ক্ষেত্রে ১ বৎবর পর্যন্ড় ভাতা পাবে। সেক্ষেত্রে প্রথম ২ মাস পূর্ন বেতন, পরবর্তী ২ মাস মোট বেতনের $\frac{২}{৩}$ অংশ এবং পরবর্তী মাসগুলো অর্ধেক বেতন ভাতা পাবে। ১ বৎসরের বেশী সময় ভাতা পাবেনা। তবে, দীর্ঘকাল পেশাগত রোগের করণে অক্ষমতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২বৎসর পর্যন্ত মাসিক বেতনের অর্ধেক হারে ভাতা পাবে।

মাসিক বেতন ঃ অত্র আইনের ৫ ধারার বিধান অনুসরে পূর্ণ এক মাস চাকুরি করার পর প্রাপ্য মোট মজুরির সমষ্টিকে মাসিক মজুরি বলা হয়। তবে যদি এক মাসের কম চাকুরি হয় সেক্ষেত্রে দুর্ঘটনার পূর্ববর্তী ১২ মাসে একই নিয়োগকর্তার অধীনে একই জাতীয় কাজে অন্য শ্রমিক যে পরিমাণ বেতন পেয়েছে, তার গড় বেতন হবে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের মাসিক বেতন।

৪। অত্র আইনের ৪ ধারার উপধারা ঘ অনুসারে জখমের ফলে সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে অক্ষম হলে, অক্ষমতা শুরুর চার দিন পার হবার পর থেকে যে মাসের পাওনা তার পরের মাসের প্রথম দিকে অর্ধেক মাসের বেতন এবং তার পর অক্ষমতা সময়কাল বা ৪নং তফসিলে বর্ণিতে ৪র্থ বালামে উল্লেখিত সময় কাল পর্যন্ত যেটা আগে শেষ হয়, সে সময় কালের জন্য ক্ষতিপূরণ পাবে। অত্র আইনের ৪ নং তফসিলের চার ধারার বর্ণনা অনুযায়ী যত দিন অক্ষমতা থকবে বা এক বছর কাল যা সংক্ষিপ্ত হয়, সে সময় পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ পাবে। সে ক্ষেত্রে প্রথম ২ মাস পূর্ণ বেতন, পরবর্তী ২ মাস $\frac{২}{৩}$ অংশ, এবং পরবর্তী মাসগুলো অর্ধেক বেতন পাবে। তবে, পেশাগত ব্যধির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২ বছর পর্যন্ত অর্ধেক বেতন হারে ক্ষতিপূরণ পাবে।

মজুরি নির্ণয় পদ্ধিতি (Method of Wage Calculation) ঃ ১৯২৩ সালের শ্রমিকদের ক্ষতি পূরণ আইনের ৫(১) ধারাতে মাসিক মজুরির সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

"এক মাস চাকুরির পর প্রাপ্য মজুরির সমষ্টিকে মাসিক মজুরি বলা হয়" মাসিক মজুরি সংশ্লিষ্ট মাসে বা অন্য কোন তারিখে বা ঠিকা হিসেবে, যে কোনভাবে প্রদান করা যেতে পারে।

উক্ত ধারা অনুযায়ী শ্রমিকদের মাসিক মজুরি নিম্নলিখিত বিধি অনুসারে হিসাব করা হয়:

(১) কোন শ্রমিক দুর্ঘটনায় কবলিত হবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক যদি ১২ মাস একই নিয়োগ কর্তার অধীন ধারাবহিকভাবে কাজ করে থাকে তবে, উক্ত ১২ মাসের মোট মজুরির $\frac{১}{১২}$ অংশ তার মাসিক মজুরি বলে গণ্য হবে।

(২) দুর্ঘটনার পূর্বে যদি শ্রমিক এক মাসের কম সময় সংশি- ষ্ট মালিকের অধীন কাজ করে, তবে দুর্ঘটনায় নিপতিত হবার ১২ মাসে একই নিয়োগকর্তর অধীন একই জাতীয় কাজ করে অন্য কোন শ্রমিক যে মজুরি প্রতি মাসে পেয়েছে, তার সমপরিমাণ মজুরি এ ক্ষেত্রে মাসিক মজুরি বলে গণ্য করা হবে।

(৩) অন্যান্য ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে চাকুরির মেয়াদে অর্জিত মোট বেতনের ৩০ গুণকে সংশ্লিষ্ট সময়ের অর্ন্তগত দিনগুলোর মোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যা হয়, তাই তার মাসিক মজুরি বলে গণ্য করা হবে।

মাসিক মজুরি প্রদানের বিকল্প ব্যবস্থা ঃ অত্র আইনের ৭ ধরাতে মাসিক মজুরি বা বেতনের বিকল্প ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । এ ধারা অনুসারে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে কোন সমঝোতা না হলে যে কেন পক্ষ কমিশনারের নিকট উক্ত বিষয়ে নিস্পত্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। উক্ত এককালীন অর্থের পরিমাণ উভয় পক্ষের ঐক্য মতের ভিত্তিতে হবে। অন্যথায় কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

ক্ষতিপূরণ বণ্টন (Distribution of Compensation) ঃ ১৯২৩ সালের শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের ৮ ধারাতে ক্ষতিপূরণ বণ্টন সম্পর্কে নিম্নরূপ বিধান দেয়া আছে:

(১) কোন শ্রমিক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মারা গেলে তার ক্ষতিপূরণের টাকা বা দৈহিকভাবে অক্ষমতায় ভোগছে এমন কোন নারী শ্রমিকের ক্ষতিপূরণের এককালীন টাকা কমিশনারের নিকট জমা দিতে হবে; অন্যথায় ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা হয়েছে বলে বিবেচনা করা হবে না।

আরও উল্লেখ্য যে, কোন মৃত শ্রমিকের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা অনধিক ৫০০ টাকা এবং মোট ক্ষতি পূরণের পরিমাণ যেটি বেশী না হয় সে পরিমাণ টাকা অগ্রিম হিসেবে মৃত শ্রমিকের উপর নির্ভরশীল কোন ব্যক্তিকে

প্রদান করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে কমিশনার ক্ষতিপূরণের টাকা থেকে অগ্রিম প্রদত্ত টাকা কমিশনার নিয়োগকর্তাকে ফেরত দেবেন। ৮(১) ধারা

(২) ক্ষতিপূরণের জন্য পরিশোধযোগ্য যে কোন পরিমাণ টাকা কমিশনারের নিকট জমা রাখা যাবে। তবে, উক্ত অর্থের পরিমাণ ১০ টাকার সম পরিমাণের কম হবেনা। ৮(২) ধারা

(৩) কমিশনারের নিকট জমাকৃত টাকার রশিদ দায়িত্ব পালনের দলিল হিসেবে গণ্য হবে। ৮(৩) ধারা।

(৪) মৃত কোন শ্রমিকের জন্য অত্র ধারার উপধারা ১ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ বাবদ জমাকৃত টাকা থেকে অনধিক ৫০ টাকা মৃত শ্রমিকের দাফনের জন্য কেটে রেখে, যে ব্যক্তি উক্ত কার্য সমাধা করেছে তাকে প্রদান করবেন। অতপর: বাকী টাকা বণ্টনের জন্য কমিশনার নোটিশ জারি করে মৃত শ্রমিকের নির্ভরশীল ব্যক্তিদেরকে নির্দিষ্ট তারিখে তাঁর নিকট উপস্থিত হবার নির্দেশ দিবেন। তথ্য অনুসন্ধানের পর যদি কমিশনার নিশ্চিত হন যে, মৃত শ্রমিকের কোন পোষ্য নেই, সে ক্ষেত্রে অর্থ জমা দেবার ২ বৎসরের মধ্যে সরকারি গেজেটের মাধ্যমে মৃত শ্রমিকের কল্যাণে কোন তহবিলে উক্ত অর্থ জমা দিবেন। মালিক যদি ক্ষতিপূরণ বণ্টন সর্ম্পকে জানতে চান, তবে কমিশনার যথাযথ বিবরণ জমা দিবেন।

(৫) কোন মৃত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ বাবদ জমাকৃত টাকা ৮(১) ও ৮(৪) ধারা অনুসারে ব্যয়িত অর্থ বাদ দেবার পর কমিশনার নিজ বিবেচনায় যা যুক্তি যুক্ত মনে করেন, সে অনুযায়ী মৃত শ্রমিকের নির্ভরশীলদের মধ্যে অথবা তাদের মধ্যে যে কোন এক জনকে ক্ষতিপূরণের অব্যয়িত টাকা প্রদান করতে পারবেন। ৮(৫) ধারা

(৬) মৃত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ বাবদ কমিশনারের নিকট প্রদত্ত অর্থের প্রাপক যদি নারী বা আইনগত অক্ষমতায় ভোগছে এমন কোন ব্যক্তি না হয় সেক্ষেত্রসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও উক্ত অর্থ প্রকৃত প্রাপকের নিকট প্রদান করবেন। ৮(৬) ধারা

(৭) কমিশনারের নিকট গচ্ছিত ক্ষতিপূরণের টাকার প্রাপক যদি কোন মহিলা বা আইনগত অক্ষমতায় ভোগছে এমন ব্যক্তি হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত মহিলা বা অক্ষম ব্যক্তির কল্যাণের উদ্দেশ্যে উক্ত অর্থ ব্যয় বা বিনিয়োগ করতে পারবেন। যেক্ষেত্রে মজুরির প্রাপক আইন গত অক্ষমতায় ভুগছে, সে ক্ষেত্রে কমিশনার তার নিজ বিবেচনায় বা অন্য কারোর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত অক্ষম ব্যক্তির পোষ্য বা অন্য কোন যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করতে পারেন। ৮(৭) ধারা

(৮) ক্ষতিপূরণের অর্থ যদি কেউ জালিয়াতি, মিথ্যা পরিচয় বা অন্য কোন অসৎ উপায়ে গ্রহণ করে থাকে এবং অত্র আইনের ৮(৮) ধারা মতে কমিশনার কোন আদেশ সংশোধন করলে ৩১ ধারার বিধান অনুযায়ী আদায় করতে পারবে। ৮(৯) ধারা

(৯) শুধুমাত্র এ আইনের ব্যবস্থা দ্বারা এ আইনের অধীনে প্রদত্ত এককালীন অর্থ বা অর্ধ-মাসিক বেতন সংশি- ষ্ট শ্রমিক ব্যতিত অন্য কেউ অন্য কোন আইনের মাধ্যমে কারো কাছে হস্থান্ড়র, ক্রোক, বা দায়বদ্ধ করতে পারবেন না । ৮(৯) ধারা

দুর্ঘটনার বিজ্ঞপ্তি ও ক্ষতিপূরণ দাবি (Notice of Accident and claims of compansation) ঃ ১৯২৩ সালের ক্ষতিপূরণ আইনে দুর্ঘটনার ব্যাপ্তি ও ক্ষতিপূরণ দাবি সর্ম্পকে নিম্নবর্ণিত বিধান রয়েছে -

(১) কোন শ্রমিক কোন প্রতিষ্ঠানে কর্তব্যরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় নিপতিত হলে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে সর্ম্পকে নোটিশ দিতে হবে এবং এক বৎসরের মধ্যে ক্ষতিপূরণের জন্য কমিশনারের কাছে দাবি পেশ করতে হবে। তা না হলে কমিশনার উক্ত দাবি আমলে নাও আনতে পারেন। ১০(১) ধারা
আরও উল্লেখ্য যে, নিম্নেবর্ণিত অবস্থায় কোন নোটিশ না দিলে বা নোটিশে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও তা ক্ষতিপূরণ দাবির অন্তরায় হবে না:

(ক) কোন শ্রমিক যদি নিয়োগকর্তার এলাকার মধ্যে সংঘটিত কোন দুর্ঘটনায় অথবা নিয়োগকর্তার আওতাধীন অন্য কোন স্থানে কাজের সময় দুর্ঘটনায় মারা যায় অথবা নিয়োগকারীর আওতাধীন এলাকায় ছেড়ে যাবার পূর্বেই শ্রমিক মারা যায়; অথবা

(খ) যদি কোন মালিক বা মালিকের কোন প্রতিনিধি সংশ্রিষ্ট দুর্ঘটনা সর্ম্পকে অবহিত হয়ে থাকেন। তবে শর্ত থাকে যে, সঠিক সময়ে নোটিশ না দেয়া হলে বা সময়ের মধ্যে ক্ষতিপূরণের জন্য দাবি পেশ না করলেও কমিশনার সন্তুষ্ট হলে কমিশনার উত্থাপিত দাবি আমলে এনে নিস্পত্তি করায় ব্যবস্থা করতে পারেন। ১০(১) ধারা

(২) দুর্ঘটনার নোটিশে যে সকল বিষয় উল্লেখ করতে হবে তা নিম্নরূপ: ১০(২) ধারা
ক) আহত শ্রমিকের নাম ও ঠিকানা;
খ) দুর্ঘটনার কারণ;
গ) দুর্ঘটনার তারিখ;
দূর্ঘনার নোটিশ নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে দিতে হবে:
ক) মালিক বা নিয়োগকারীর নিকট; অথবা
খ) নিয়োগকর্তাদের যে কোন একজনের নিকট; অথবা
গ) নিহত শ্রমিক যে শাখায় কর্মরত ছিল সে শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট।

(৩) সরকার প্রয়োজন মনে করলে কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর নিয়োগকারীর কর্মস্থলে নির্ধারিত একটি নোট বই রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন এবং এটি এমনভাবে রাখার নির্দেশ দেবেন, যাতে যে কোন আহত শ্রমিক বা তার পক্ষের কোন ব্যক্তি সবসময় সহজেই দেখতে পারে। ১০(৩) ধারা

(৪) এ ধারার বিধান মতে কোন নোটিশ প্রাপকের বাসস্থান, অফিস বা কারবারের ঠিকানায় ডাক যোগে কিংবা হাতে হতে পাঠাতে হবে। নোটিশ বইয়ের ব্যবস্থা থাকলে, সে বহিতে ঘটনা লিখে রাখতে হবে। ১০(৪) ধারা

মারাত্মক দুর্ঘটনা সম্পর্কে রিপোর্ট ঃ ১৯২৩ সালের শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের ১০(ক) ধারায় নিয়োগকর্তার নিকট থেকে দুর্ঘটনায় নিহত হওয়া সম্পর্কে তথ্য পাবার ক্ষেত্রে কমিশনারের অধিকার সম্পর্কে নিম্নেবর্ণিত বিধান রয়েছে-

(১) কমিশনার যদি যে কোনভাবে জানতে পারেন যে, কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অবস্থায় কোন শ্রমিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাহলে তিনি রেজিস্ট্রার ডাক-যোগের মাধ্যমে নিয়োগ কর্তাকে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে তথ্য প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করবেন এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তি পাবার ৩০ দিনের মধ্যে মালিক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য কিনা সে সম্পর্কে মালিকের সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করবেন।

(২) নিয়োগ কর্তা যদি মনে করেন যে, উক্ত দুর্ঘটনার জন্য তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, সেক্ষেত্রে মালিক কমিশনারের নিকট বিজ্ঞপ্তি পাবার ৩০ দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণের টাকা জমা দিবেন।

(৩) তবে, মালিক যদি মনে করেন যে, তিনি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নন তাহলে কমিশনারের নিকট প্রেরিত নোটিশে তিনি কোন ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নন তার ব্যাখ্যা বিবরণীতে উল্লেখ করতে হবে।

(৪) সে ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা শ্রমিকের মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নন বলে বিরণীতে মতামত পেশ করবেন; সেক্ষেত্রে, কমিশনার উক্ত ঘটনার তদন্ত করে মৃত শ্রমিকের নির্ভরশীলদের তার মতামত জানিয়ে দিবেন এবং তখন মৃত শ্রমিকের জন্য দাবি পেশ করতে পারবেন।

প্রাণহানি সংক্রান্ত দুর্ঘটনার রিপোর্ট ১০(ঘ) ধারা ঃ কোন দুর্ঘটনায় শ্রমিক নিহত হলে উক্ত দুর্ঘটনা সম্পর্কে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনে নিম্নোক্ত বিধান রয়েছে-

(১) বর্তমানে প্রচলিত কোন আইন অনুযায়ী কোন কারখানায় কর্মরত অবস্থায় কোন শ্রমিক দুর্ঘটনায় নিহত হলে সে সম্পর্কে নিয়োগকর্তা বা নিয়োগকর্তার পক্ষে অন্য কেউ কোন কর্তৃপক্ষেকে নোটিশের মাধ্যমে জানাতে বাধ্য থাকলে সেক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা বা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যুবরণের কারণ ৭ দিনের মধ্যে চিহ্নিত করে কমিশনারের নিকট রিপোর্ট প্রদান করতে হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যদি অন্য কোন কর্তৃপক্ষকে নোটিশ প্রদান করার নির্দেশ দেয়, তাহলে নিয়োগকর্তা কমিশনারের নিকট রিপোর্ট পেশ না করে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট পেশ করবেন।

(২) সরকার প্রয়োজন মনে করলে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে যে কোন শ্রেণীর কারখানা যা এ আইনের বাইরে আছে তা অত্র ধারার উপধারা (১) এর বিধানের আওতাভুক্ত করতে পারেন। এ ব্যতিত কমিশনারের নিকট কে বিবরণী পেশ করবে তাও সরকার উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন। ১০(খ) ধারা।

অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক ক্ষতিপূরণের টাকা প্রদানের জন্য সুপারিশ (১০) গ

এ উপধারাটি ১৯৮০ সালের ২৬ নং আইন বলে সংযুক্তকৃত।

অত্র আইনের ১০ (গ) ধারা অনুসারে ক্ষতিপূরণের টাকা কোন অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদানের সুপারিশের ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত বিধিমালা রয়েছে-

১। এ আইন অনুসারে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক মালিকের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণের টাকা পেতে ব্যর্থ হলে অনুরূপ ঘটনা ১৯৬৫ সালের করাখানা আইনের ৯ ধারা অনুযায়ী প্রধান কাকখানা পরিদর্শক এবং অন্যান্য সকল পরিদর্শক এ আইন বলে পরিদর্শকগণ নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে কমিশনারকে বিষটি অবহিত করবেন।

২। ১৮৬০ সালের দন্ডবিধির ২১ ধারা বলে প্রধান পরিদর্শক ও পরিদর্শকগণ সরকারি কর্মচারি বলে গণ্য হবেন এবং তারা যে কোন যুক্তি সঙ্গত সময়ে ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত হিসাব প্রদানের বিষয়ে যে কোন অফিসে প্রবেশ করে রেকর্ড পত্র পরীক্ষা করতে, যে কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করতে এবং এ আইন অনুসারে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।

৩। ১০(ঘ) ধারাতে বলা আছে যে, শ্রমিকরা যে স্থানে নিযুক্ত থাকে তার প্রধান গেটের নিকট কোন দৃষ্টিগোচর স্থানে ইংরেজিতে ও বাংলায় এ আইনের সংশ্লিষ্ট সারাংশ লিখে লটকায়ে রাখতে হবে।

পাঠ সংক্ষেপ

কোন শ্রমিক চাকুরিতে নিযুক্ত থাকাকালে কোন দুর্ঘটনায় আঘাত বা জখম- প্রাপ্ত হলে, সে নিয়োগ কর্তার নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকারী। ১৯২৩ সালের শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের ৪ ধারার বিধান মাতে দুর্ঘটনায় কোন শ্রমিক আহত বা নিহত হলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক মালিকের নিকট থেকে ক্ষতি-পূরণ পাবার অধিকারী। "এক মাস চাকুরির পর প্রাপ্য মজুরির সমষ্টিকে মাসিক মজুরি বলা হয়" মাসিক মজুরি সংশ্লিষ্ট মাসে বা অন্য কোন তারিখে বা ঠিকা হিসেবে, যে কোনভাবে প্রদান করা যেতে পারে। কোন শ্রমিক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মারা গেলে তার ক্ষতিপূরণের টাকা বা দৈহিকভাবে অক্ষমতায় ভোগছে এমন কোন নারী শ্রমিকের ক্ষতিপূরণের এককালীন টাকা কমিশনারের নিকট জমা দিতে হবে; অন্যথায় ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা হয়েছে বলে বিবেচনা করা হবে না।

শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, মালিকদের দিউলিয়া অবস্থা, জাহাজের নাবিক ও মাস্টারের জন্য বিশেষ বিধানাবলী (Medical Examination, Insolvancy of Employer, Special Provisions Relating to Masters and Seamean)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়ে আইনের বিধান জানতে পারবেন-

- শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত আইনের বিধান জানতে পারবেন;
- মালিকদের দেউলিয়া অবস্থা সর্ম্পকে আইনের বিধান জানতে পারবেন; এবং
- জাহাজের নাবিক ও মাস্টারের জন্য বিশেষ বিধানসমূহ জানতে পারবেন।

শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ঃ অত্র আইনের ১১ ধারায় দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত আইনের বিধানগুলো নিম্নরূপ:

১) কোন শ্রমিক কর্তব্যরত অবস্থায় কোন দুর্ঘটনায় পড়লে সে সর্ম্পকে কোন নোটিশ দিলে তা পাবার ৩ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে শ্রমিককে সে সুযোগ প্রদান করতে হবে। সেক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা একজন যোগ্য চিকিৎসক দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাবেন এবং এর জন্য কোন খরচ শ্রমিক বহন করবে না। এ আইন অনুসারে মাসিক বেতনভোগী যে কোন শ্রমিকের স্বাস্থ্য নিয়োগকর্তা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করার প্রয়োজন মনে করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার সুযোগ প্রদান করতে হবে।

তবে, এ আইনের বিধি ব্যতিত কোন শ্রমিককে কোন যোগ্য চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত হতে হবে না অথবা বিধিতে যতবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার কথা আছে তার চেয়ে বেশী বার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো যাবে না।

২) উপরে উল্লিখিত বিধি মতে কোন নিয়োগকর্তা বা কমিশনার কোন শ্রমিককে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে চাইলে সে যদি অস্বীকার করে বা অন্য কোনভাবে বাধার সৃষ্টি করে; তবে, সে সময়কালে উক্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে, যদি যুক্তিসংগত কোন কারণে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে অস্বীকার করে সেক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

৩) যদি কোন শ্রমিক উপধারা (১) অনুসারে স্বাস্থ্য পরীক্ষা না করিয়ে কর্মস্থান ত্যাগ করে, সেক্ষেত্রে উক্ত শ্রমিক কর্মস্থলে এসে স্বাস্থ্য পরীক্ষা না করানো পর্যন্ত তার ক্ষতিপূরণের অধিকার স্থগিত থাকবে।

৪) এ ধারা উপধারা (১) ও (২) মতে কোন শ্রমিকের ক্ষতি পূরণের দাবি স্থগিত অবস্থায় যে উল্লিখিত দুটি উপধারার যে কোন একটি বিধান মতে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য যোগ্য চিকিৎসকের সামনে উপস্থিত হবার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে কমিশনার যদি ক্ষতিপূরণের টাকা প্রদান করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন তাহলে কমিশনার নির্ভরশীল ব্যক্তি/ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষতিপূরণের টাকা বণ্টনের নির্দেশ দান করতে পারেন।

৫) উপধারা (২) বা (৩) অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ লাভের অধিকার কোন শ্রমিকের স্থগিত থাকলে স্থগিত সময়কালের জন্য ক্ষতিপূরণ পাবে না এবং (৪) নং ধারার উপধারা (১) এর (ঘ) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত প্রতিমাস শেষ হবার পূর্বে স্থগিত কাল যত দিন চলতে থাকবে তত দিনের জন্য প্রতিক্ষাকাল বৃদ্ধি করা যাবে।

৬) নিয়োগকর্তা বিনা খরচে যোগ্য চিকিৎসক দ্বারা কোন শ্রমিকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসা করার প্রস্তাব দিলে তা যদি শ্রমিক অস্বীকার করে অথবা অন্য কোন চিকিৎসকের পরামর্শ ইচ্ছাকৃত ভাবে অমান্য করে অথবা অন্য কোন চিকিৎসকের দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা না করার জন্য সে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর পর ইচ্ছাকৃতভাবে চিকিৎসকের পরামর্শ না মেনে চলার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে অস্বীকৃত বা অক্ষমতা অসঙ্গত হয়েছে এবং

তার ফলে আঘাতের অবনতি ঘটেছে, সেক্ষেত্রে আঘাতের অবনতি ও নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চললে অক্ষমতার মাত্রা ও মেয়াদ যে প্রকৃতির হতো ঠিক সেরূপ বলে পরিগণিত হবে এবং সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকারী হবে, তার বেশী নয়।

৭) আহত শ্রমিক ও যোগ্য চিকিৎসক উভয়ই নিয়োগ কর্তার কারখানা প্রাঙ্গনে উপস্থিত থাকা কালে নিয়োগকর্তা যদি বিনা খরচে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর প্রস্তাব দিলে সে অনুসারে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর জন্য তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসকের নিকট হাজির হতে হবে।

৮) প্রয়োজন বোধে অহত শ্রমিকের বাসস্থানে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর জন্য চিকিৎসক পাঠাতে পারেন; সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের আহ্বান পাওয়া মাত্র স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য চিকিৎসকের নিকট হাজির হতে হবে। তবে, স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর জন্য মালিক লিখিতভাবে জানতে পারে, সেক্ষেত্রে উক্ত নেটিশে উল্লিখিত স্থান ও সময়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর জন্য শ্রমিককে হাজির হতে হবে।

তবে, উল্লেখ যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর সময় সন্ধ্যা ৭টা থেকে সকাল ৬টার মধ্যে হতে পারেনা এবং শ্রমিক যদি এমন অক্ষম হয় যে, তার পক্ষে বাসস্থানের বাইরে অন্য কোন স্থানে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে উক্ত আহত শ্রমিকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা বাসস্থানেই করাতে হবে।

৯) দুর্ঘটনার ফলে যে শ্রমিক অর্ধমাসিক মজুরি ভোগ করছে তাকে শুধুমাত্র তার বাসস্থানে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো যাবে। তবে, বাসস্থান ব্যতিত অন্য কোথায়ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য তলব করা যাবে না। এ স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য তলব দুর্ঘটনা ঘটার পরবর্তী মাসে ২ বার এবং পরবর্তী সময়ে প্রতি মাসে মাত্র ১ বার করে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য তলব করা যাবে।

১০) ১১ ধারার উপধারা (২) ও (৩) এর বিধান অনুযায়ী যে শ্রমিকের ক্ষতিপূরণের অধিকার স্থগিত আছে, সে শ্রমিক যদি তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে চায়, তাহলে তাঁকে সংশ্লিষ্ট কারখানা বা মালিক কতৃক নির্ধারিত স্থানে ও সময়ে হাজির হয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে। নিয়োগকর্তা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য যে নির্দিষ্ট সময় শ্রমিকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার ইচ্ছা প্রকাশের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে হতে হবে। এ সময়ের পর কোন সময় নির্ধারণ করতে হলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের সম্মতি ক্রমে হতে হবে।

১১) মহিলা শ্রমিকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা তাদের সম্মতি ব্যতিত কোন পুরুষ ডাক্তার দ্বারা করা যাবে না। পুরুষ ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে উক্ত মহিলা শ্রমিকের সাথে অন্য এক জন মহিলা উপস্থিত থাকতে হবে। তবে, মহিলা শ্রমিক যদি মহিলা চিকিৎসকের নির্ধারিত ফি জমা দেয় তবে, কোনভাবেই উক্ত মহিলা শ্রমিকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কোন পুরুষ ডাক্তার দ্বারা করানো যাবেনা।

জাহাজের নাবিক ও মাস্টারের জন্য বিশেষ বিধানসমূহ ঃ

শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের ১৫ ধারায় জাহাজের নাবিক ও মাস্টারের জন্য যে সকল বিধান রাখা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

(১) যেক্ষেত্রে জাহাজের মাস্টার বাদে অন্য কেউ জাহাজে কর্তব্যরত অবস্থায় আহত হলে জাহাজের মাস্টারকে মালিক ধরে তার নিকট দুর্ঘটনার বিজ্ঞপ্তি ও ক্ষতিপূরণের দাবি পেশ করা যাবে। সে সকল ক্ষেত্রে জাহাজের অভ্যন্তরীণ দুর্ঘটনার ফলে দৈহিক অক্ষমতা ঘটে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে দুর্ঘটনার নোটিশ দেয়ার প্রয়োজন পড়বে না। ১৫(১) ধারা

(২) কোন জাহাজের মাস্টার বা নাবিক মারা গেলে সে সংবাদ প্রাপ্তির ৬ মাসের মধ্যে ক্ষতিপূরণের দাবি পেশ করতে হবে। যদি কোন জাহাজের সকল যাত্রীসহ জাহাজ ধ্বংস হয়, সে সংবাদ প্রাপ্তির ১৮ মাসের মধ্যে ক্ষতিপূরণের দাবি পেশ করতে হবে। ১৫(২) ধারা

(৩) কোন জাহাজের মাস্টার বা নাবিক আহত অবস্থায় চাকুরিচ্যুত হয়ে কোন বিদেশী রাষ্ট্রে অবস্থান করলে সেই দেশের কোন বিচারক বা কনসুলার এ সংক্রান্ত মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ করার সময় অথবা কোন সরকার ক্ষতিপূরণের দাবি কার্যকর করার সময় গৃহীত সাক্ষ্য বিবেচনায় আনবে যদি-

ক) প্রদত্ত সাক্ষ্য সংশি□ষ্ট বিচারক বা কনসুলার কর্তৃ ক সত্যায়িত করা হয়ে থাকে;

খ) বিবাদী বা অভিযুক্ত নিজে বা তাঁর প্রতিনিধি দ্বারা সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সুযোগ থাকে; এবং

গ) ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসারে অভিযুক্তের উপস্থিতিতে সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়ে থাকে।

(৪) কোন বাণিজ্যিক জাহাজের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের কোন আইন অনুসারে জাহাজের মালিক কর্তৃক আহত মাস্টার বা নাবিকের ব্যয়ভার বহন করা হয়ে থাকলে, ঐ সময়কালের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কোন ভাতা প্রদান করতে হবে না।

(৫) যে সকল জখমের ফলে ১৯৩৯ সালের যুদ্ধ ভাতা ও আটক ভাতা স্কীমের অধীনে অথবা ১৯৪১ সালের যুদ্ধ ভাতা বিধান অনুসারে অথবা ১৯৬৯ সালের পেনশন আইন (নেভী, অর্মি, এয়ার ফোর্স, ও বাণিজ্যিক নৌ-যান) অনুযায়ী অথবা ১৯৪২ সালের যুদ্ধ ভাতা ও আটক ভাতার বিধান অনুযায়ী সরকার গ্রাচুয়িটি, পেনশন, বা অন্য কোন ভাতা প্রদান করছে, সেসকল ক্ষেত্রে কোন ভাতা প্রদান করার প্রয়োজন হবে না।

(৬) কোন দুর্ঘটনার নোটিশ বা ক্ষতিপূরণের দাবি তামাদি বা বিবেচনার অযোগ্য হবেনা, যদি:

ক) পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ অর্থৎ ১৫(৫) ধারাতে বর্ণিত যে কোন পকিল্পনার অধীনে ক্ষতিপূরণ পরিশোধের আবেদন করা হয়ে থাকে; এবং

খ) যে স্কীম বা পরিকল্পনা অনুসারে দরখাস্ত করা হয়েছে, জখমটি তার আওতাভুক্ত এ মর্মে সরকার সার্টিফিকেট দান করে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকলে, অথবা আবেদন অগ্রাহ্য হলে অথবা জখমটি তালিকা ভক্তির মধ্যে না হবার দরুণ ক্ষতিপূরণ শুরু করার পর তা আবার বন্ধ করা হলে; এবং

গ) সরকার কতৃক স্বীকৃতি দানের তারিখ হতে একমাসের মধ্যে আইন অনুযায়ী শুনানির কাজ শুরু হয়ে থাকলে।

পাঠ সংক্ষেপ

কোন শ্রমিক কর্তব্যরত অবস্থায় কোন দুর্ঘটনায় পড়লে সে সর্ম্পকে কোন নোটিশ দিলে তা পাবার ৩ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে শ্রমিককে সে সুযোগ প্রদান করতে হবে। যেক্ষেত্রে জাহাজের মাস্টার বাদে অন্য কেউ জাহাজে কর্তব্যরত অবস্থায় আহত হলে জাহাজের মাস্টারকে মালিক ধরে তার নিকট দুর্ঘটনার বিজ্ঞপ্তি ও ক্ষতিপূরণের দাবি পেশ করা যাবে।

কমিশনার (Commissioner)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়ে জানতে পারবেন:

- কমিশনারের সংজ্ঞা ও নিয়োগ;
- কমিশনারের এখতিয়ার;
- কমিশনারের ক্ষমতা ও কার্যপদ্ধতি; এবং
- কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল সংক্রান্ত বিধান।

কমিশনার ও তার এখতিয়ার ঃ শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের ১৯(১) ধারা মতে এ আইন অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন আহত ব্যক্তি শ্রমিক কিনা এ ধরনের প্রশ্নসহ ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায় অথবা অক্ষমতার প্রকৃতি ও সীমা সমদ্ধে কোন প্রশ্নসহ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ও সময় সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হলে এবং এসকল প্রশ্ন সংক্রান্ত বিষয়ে পক্ষসমূহের মধ্যে কোন চুক্তি সম্পাদন না হলে এসকল বিষয়ে কমিশনার নিষ্পত্তি করবেন।

এ আইনের ১৯(২) ধারাতে আরও বলা হয়েছে যে, এ নিষ্পত্তি সিদ্ধান্ত বা বিবেচনা করার মত আইন অনুযায়ী যে সকল প্রশ্ন সম্পর্কে নিষ্পত্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা বিবেচনা করার দায়দায়িত্ব কমিশনারের উপর ন্যস্ত আছে, উক্ত বিষয়সমূহের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা বিবেচনা করার ক্ষমতা কোন দেওয়ানী আদালতে থাকবে না।

কমিশনারের নিয়োগ (Appointment of Commissioner) ঃ

১। সরকার শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের ২০ ধরার ক্ষমতা বলে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে শ্রম আদালতের চেয়ারম্যান বা শ্রম আইন সম্বদ্ধে যে কোন যোগ্য ব্যক্তিকে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য যত সংখ্যক প্রয়োজন কমিশনার নিয়োগ করতে পারবেন এবং যে এলাকার জন্য কমিশনার নিয়োগ করা হবে তাও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা থাকবে। ২০(১) ধারা

২। যে ক্ষেত্রে একই এলাকায় একাধিক কমিশনার নিয়োগ করা হয়, সে ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাদের প্রত্যেকের এলাকা ও দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিবেন।

৩। এ আইনে আরও বিধান রাখা হয়েছে যে, কমিশনার তার নিকট উপস্থাপিত বিষয়ে সিদ্ধান্ড় গ্রহণে তাকে সাহায্য করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিজ্ঞ এক বা একাধিক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিতে পারবেন। ২০(৩) ধারা

৪। বাংলাদেশের ফৌজদারী দন্ডবিধির আইন অনুযায়ী প্রত্যেক কমিশনার একজন সরকারি কর্মকর্তা বলে গণ্য হবেন। ২০(৪) ধারা

কমিশনারের ক্ষমতা ও কার্য পদ্ধতি (Power and Procedure of Commissioner) ঃ

১৯২৩ সালের ক্ষতিপূরণ আইনের ২৩ ধারা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে এ আইনের কোন কার্যধারা সম্পন্ন করতে কমিশনারগণ ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্য বিধির আধীনে দেওয়ানী আদালতের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন:

ক) শপথ গ্রহণের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ করা;

খ) সাক্ষীদেরকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য হাজির করতে বাধ্য করা;

গ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র উপস্থাপন করতে বাধ্য করা;

এ ধারায় আরও বলা হয়েছে যে, ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৫ নম্বর পরিচ্ছেদের ১৯৫ ধারার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রত্যেক কমিশনার একটি করে দেওয়ানী আদালতের সমমর্যদা ভোগ করবেন।

৩৫ নং বিধিতে আরও বলা আছে যে, কোন দুর্ঘটনায় আঘাত প্রাপ্তির বিষয়ে কোন বিষয় বিচারাধীন থাকলে কমিশনার দুর্ঘটনাস্থান সরেজমিনে তদন্ত করতে পারেন এবং ঘটনা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে তা মামলার রেকর্ড হিসেবে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করে রাখতে পারবেন। তবে, তদন্তের জন্য বা সাক্ষ্য গ্রহণ করার জন্য তিনি কোন কমিশন পাঠাতে পারবেন না ।

কমিশনের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল (Appeal Againest the Order of a Commission) ঃ শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের ৩০ ধারার বিধান মতে কমিশনারের নিম্নবর্ণিত আদেশের বিরুদ্ধে শ্রম আপীল ট্রাইবুনালে আপীল করা যাবে-

ক) মাসিক মজুরির দায় থেকে অব্যাহতি অথবা ক্ষতিপূরণ হিসেবে এককালীন অর্থ প্রদানের কোন সম্পূর্ণ বা আংশিক নামঞ্জুরজনিত যে কোন আদেশ;

খ) মাসিক মজুরি প্রদানের দায় থেকে অব্যাহতির আবেদন খারিজ সংক্রান্ত কোন আদেশ;

গ) মৃত শ্রমিকের নির্ভরশীল ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষতিপূরণ বণ্টন সংক্রান্ত কোন আদেশ বা কোন মৃত ব্যক্তির নির্ভরশীল বলে দাবিদার ব্যক্তির আবেদন না মঞ্জুর কোন আদেশ;

ঘ) এ আইনের ১২(২) ধারা মতে ক্ষতিপূরণের কোন অর্থের দাবি মঞ্জুর বা না মঞ্জুর সংক্রান্ত কোন আদেশ;

ঙ) কোন চুক্তির শর্তনামা নিবন্ধন করা, বা করতে অস্বীকার করা বা শর্ত সাপেক্ষে সেটি নিবন্ধন করার আদেশ; তবে, সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ কমিশনারের রায় মেনে চলতে একমত হলে বা পক্ষসমূহের মধ্যকার চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য কমিশনার আদেশ প্রদান করলে সেক্ষেত্রে কোন আপীল করা যাবে না।

চ) অত্র আইনের ৮ ধারার ৭ উপধারা মোতাবেক কোন আদেশ।

আরও উলে-খ্য যে, আপীল আবেদনে কোন আইনগত বিষয় জড়িত না থাকলে কমিশনারের কোন আদেশের বির"দ্ধে আপীল করা যাবে না এবং ৩০ ধারার 'খ' অনুচ্ছেদে বর্ণিত আদেশ ছাড়া অন্য কোন আদেশের ক্ষেত্রে আপীলের বির্তকিত টাকার পরিমাণ ১০০০ টাকার কম হলে আপীল করা যাবেনা।

এ ধারা অনুসারে ৬০ দিনের মধ্যে আপীল করতে হবে এবং তামাদি আইনের ৫ নং ধারায় বিলম্ব মওকুফের যে বিধান আছে তা এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবেনা।

পাঠ সংক্ষেপ

শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের ১৯(১) ধারা মতে এ আইন অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন আহত ব্যক্তি শ্রমিক কিনা এ ধরনের প্রশ্নসহ ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায় অথবা অক্ষমতার প্রকৃতি ও সীমা সমদ্ধে কোন প্রশ্নসহ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ও সময় সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হলে এবং এসকল প্রশ্ন সংক্রান্ত বিষয়ে পক্ষসমূহের মধ্যে কোন চুক্তি সম্পাদন না হলে এসকল বিষয়ে কমিশনার নিস্পত্তি করবেন। ১৯২৩ সালের ক্ষতিপূরণ আইনের ২৩ ধারা অনুযায়ী এ আইনের কোন কার্যধারা সম্পন্ন করতে কমিশনারগণ ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্য বিধির আধীনে দেওয়ানী আদালতের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন। শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের ৩০ ধারার বিধান মতে কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে শ্রম আপীল ট্রাইবুনালে আপীল করা যাবে-

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১। ১৯২৩ সালের শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন মোতাবেক নিম্নবর্ণিত সংজ্ঞা লিখুন ঃ

ক) নির্ভরশীল, খ) নিয়োগ কর্তা, গ) যোগ্য চিকিৎসক, ঘ) আংশিক অক্ষমতা,
ঙ) মানসিক অক্ষমতা, চ) মজুরি, ছ) স্থায়ী অক্ষমতা।

২। সংক্ষেপে উত্তর দিন

ক) কমিশনার,

খ) কখন একজন শ্রমিক ক্ষতিপূরণ পাবে,

গ) কোন কোনা পরিস্থিতিতে নোটিশ না দিলে দাবিপূরণে বাধার সৃষ্টি হবে না?

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. কি কি অবস্থায় একজন মালিক তাঁর শ্রমিকের চাকুরির জন্য এবং চাকুরি চলাকালীন অবস্থায় দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করতে পারেন?

২. শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন ১৯২৩ অনুযায়ী কি অবস্থায় মালিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে? এ ব্যাপারে নোটিশ ও দাবি করার প্রয়োজনীয়তা আছে কি? নোটিশের প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

৩. কোন্ কোন্ অবস্থায় একজন শ্রমিক ১৯২৩ সালের শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের অধীনে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে? এক জন নিয়োগকারী কিভাবে ক্ষতিপূরণের দায় থেকে অব্যহতি পেতে পারেন?

৪. শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের লক্ষ্যে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ সংক্রান্ত আইনের বিধান বর্ণনা করুন। এ আইন অনুসারে মজুরি হিসাব বর্ণনা করুন।

৫. ক্ষতিপূরণ বণ্টন সংক্রান্ত আইনের বিধান বর্ণনা করুন।

৬. দুর্ঘটনার বিজ্ঞপ্তি ও ক্ষতিপূরণ দাবি সংক্রান্ত আইনের বিধান বর্ণনা করুন।

৭. ১৯২৩ সালের শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন অনুসারে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত বিধি-বিধান আলোচনা করুন।

৮. জাহাজের নৌপতি ও নাবিকদের জন্য ১৯২৩ সালের ক্ষতিপূরণ আইনের বিশেষ বিধানসমূহ বর্ণনা করুন।

৯. কমিশনারের নিয়োগ, ক্ষমতা ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বর্ননা করুন।

১০. কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল সংক্রান্ত আইনের বিধান বর্ণনা করুন।